R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সরকারী নয়া রিবেট নীতির কোপে পড়ে রেশম সমিতিগুলো আজ দারুণ অর্থ সংকটের মুখে

বিশেষ সংবাদদাতা : অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও দুর্গা পুজো, গান্ধী জয়ন্তী ও দীপাবলীর আগে খাদি বোর্ড থেকে কেনাকাটার উপর বিশেষ রিবেট ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ বছর রিবেটের ক্ষেত্রে নয়া নিয়ম চালু করায় কেনাকাটা অস্বাভাবিকভাবে মার খেয়েছে। যার ফলে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের পিয়ারাপুর ও রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুরের রেশম সংস্থাগুলো চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। খবরে প্রকাশ, অন্য বছরের মতো সিল্কে ৩০%, স্পান সিল্কে ৩০%, মসলিন বস্ত্রে ২০%, কটন খাদিতে ৩০% ও পলি বস্ত্রে ৩০% রিবেট ঘোষণা করলেও এবার এর সঙ্গে নতুন নিয়ম সংযোজন করা হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকার এবং মহিলাদের ১০০০ টাকার উর্দ্ধে কেনাকাটা করলে রিবেটের কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। যার ফলে দামী বস্ত্র সামগ্রী বিক্রী দারুণভাবে মার খেয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানা যায়—পিয়ারাপুর ও মির্জাপুর সমিতিগুলো থেকে পুজোর আগে প্রত্যেক বছরের মতো এবারও মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, কেরালায় প্রচুর টাকার বস্ত্র সামগ্রী পাঠানো হয়। পুজোর পর পেমেন্টের জন্য ঐ সব এলাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানকার সমিতিগুলো হতাশ হয়। রিবেটের নয়া নীতির কোপে ঐ সব এলাকায় ৭০% বিক্রী মার খেয়েছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

দিনের বেলাতেও নিয়মিত রাস্তায় আলো
এদিকে লোডশেডিং-এর বহর চরমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের তুঘলকী কাজের নমুনা দেখে স্থানীয় জনগণ বিভ্রান্ত। একদিকে দিনে রাতে যখন তখন লোডশেডিং চলছে। প্রায় নিয়মিতভাবে রাত ৭ টার পর অন্ততঃ ১/২ ঘন্টা আলো চলে যাচ্ছে। দিনেও লোডশেডিং থাকছেই। ভোল্টেজ কমবেশী—সেতো নিত্য সঙ্গী শহরে যাও বা আছে গ্রাম একেবারে অন্ধকারে। মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের অভিযোগ তাঁরা মাসে এক সপ্তাহও ভালভাবে বিদ্যুৎ পান কিনা সন্দেহ। হাস্কিং, গম ভাঙানো মেশিন, ছাপাখানা, ফটো ষ্টুডিও জেরক্স সব ব্যবসাই শিকেয় উঠেছে। গ্রামের মানুষের অভিযোগ তাঁরা আলো পাচ্ছেন না, কিন্তু বিদ্যুৎ বিলে মিনিমাম ইউনিটের পয়সা গুণতে বাধ্য হচ্ছেন। এ এক দুঃসহ অবস্থা। এদিকে শহরের মানুষ আর এক অদ্ভুত দৃশ্য নিয়মিত লক্ষ্য করছেন। সকালে ঝকঝকে রোদের ভিতর ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় আলো জ্বলছে। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার সময় সূর্যের প্রখর আলোতে জোরালো মারকারি জ্বলতে দেখে মনে হয় যেন বিদ্যুৎ উপচে পড়ছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের এনটিপিসির কাছে গলা পর্যন্ত দেনা একবারও মনে হয় না। এই সব দেখে পুরবাসীদের স্বাভাবিকভাবে মনে আসতে পারে পুরসভাকে অহেতুক বিল দিতে হচ্ছে, আর সে টাকা যাচ্ছে জনগণের পকেট থেকে। অনুসন্ধানে জানা যায় আলো নেভানো বা জ্বালার দায়িত্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের। তাঁরাও সে দায়িত্ব (৩য় পৃষ্ঠায়)

কো-অর্ডিনেশন নেতাকে মারধোরের অভিযোগে দুই পুলিশ কর্মী সাসপেণ্ড

ফরাক্কা : গত ১৯ নভেম্বর দুপুরে স্থানীয় থানার এ এস আই বীরেন চক্রবর্তী ও কনষ্টেবল শশধর দের রণতাণ্ডবে ফরাক্কা ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক প্রভাস সেনশর্মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে প্রথমে ফরাক্কা ব্যারেজ হাসপাতালে পরে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। ঘটনার প্রতিবাদে কো-অর্ডিনেশনের কর্মীরা থানা ঘেরাও করেন। খবর পেয়ে পরিস্থিতি (৩য় পৃষ্ঠায়)

তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন জঙ্গিপুর সেশন ও দায়রা জজ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯৩ সালের ২১ মে এই থানার গনকর মনস্থানপাড়ায় ডাইনী সন্দেহে শাবল, কুড়ুল দিয়ে মিনতি মুর্মু ওরফে মুন্নি নামে এক মহিলাকে পৈশাচিকভাবে প্রহার করা হয়। পরদিন মিনতি জঙ্গিপুর হাসপাতালে মারা যান। মিনতির মা মালতির অভিযোগক্রমে গ্রামেরই চারভাই টিকাই, চাবি, বাবুলাল ও মদন মুর্মুর নামে মামলা শুরু হয়। সেই মামলার (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর ষ্টেশনে দাদাঠাকুর উদ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ নভেম্বর জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ইন্সপেকশনে এসে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এস, রামচন্দ্রন 'দাদাঠাকুর উদ্যান'-এর উদ্বোধন করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবহন কর্মচারী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কালু সেখের নেতৃত্বে পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রধান দাবীগুলো ছিল—ফরাক্কা থেকে সকালের দিকে একটি দ্রুতগামী (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

।। চলিতেছে—চলিবে ।।

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গেল যে, মনিগ্রামে রাজ্য বন দপ্তরের পক্ষ হইতে যে বনসৃজন হইয়াছিল, তাহার প্রায়-যুবদ্দশায় অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। অর্থাৎ ওই বন আর নাই; কিন্তু তৎসংশ্লিষ্ট কিছু কর্মী নিয়মিত বেতন পাইতেছেন।

১৯৪৮ সালে রাজ্য বন দপ্তর মনিগ্রাম—চাঁদপাড়া মৌজার প্রায় ৭১ একর পতিত জমিতে বন তৈয়ারীর কাজ শুরু করেন। সেখানে সেগুন, মেহগিনি, অর্জুন, রেনট্রি প্রভৃতি গাছের চারা লাগান হয়। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয় এবং সেই স্থান বনের রূপ লইতে থাকে। বৃক্ষাদির দেখভালের জন্য দুইজন ফরেষ্ট গার্ড ও দুইজন ওয়াচম্যান নিযুক্ত থাকেন।

কর্তব্যে অবহেলা এই রাজ্যের সর্বস্তরের কিছু সরকারী কর্মীদের নূতন ব্যাপার নহে। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয়, এখানেও তেমনি দেখা গেল। কর্মীদের ফাঁকিবাজি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের শিকার এই ক্ষুদ্র বনাঞ্চল হইতে থাকে। সুবিধা-ভোগীরা দামী দামী গাছ গোপনে কাটিয়া লইতে আরম্ভ করিল। সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের 'কাঠ-কুড়ানি'-র দল গাছগুলির ডালপালা কাটিয়া জ্বালানীর প্রয়োজন মিটাইতে থাকে। প্রাথমিকভাবে গাছকাটার জন্য ধরপাকড় হইয়াছিল, জানা যায়। তবে সরিষায় ভূত অধিষ্ঠিত হইলে সে সরিষা ভূতাপসারণে অসমর্থ হয়। ফরেষ্ট গার্ড ও ওয়াচম্যানদের উপহার-আপ্যায়নে খুশি করিয়া কাজ হাসিল করিতে থাকার জন্য উল্লেখিত বনাঞ্চল বর্তমানে বৈধব্যবেশ ধারণ করিয়াছে। সেখানে এখন এমন ফাঁকা জায়গা হইয়াছে যে, তাহা ভারত হইতে বাংলাদেশে বে-আইনীভাবে পাচার করিবার জন্য লরি লরি গরু নামাইবার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। গরুপাচারকারীরা গাদি-বালিয়ায় নদী পার হইয়া গরু বাংলাদেশে পাঠাইতেছে। অবশ্য তাহারা 'ফোর পাইস' উপার্জন করিতে 'টু-পাইস' বহন ও সেবাপূজায় ব্যয় করিতে যেমন কুণ্ঠা বোধ করে না, বনদপ্তরের কর্মীদেরও তেমনি সেবাপূজায় 'টুপাইস' দিতে 'বৃক্ষজীবী'-দের নিরুৎসাহে ভাটা পড়ে নাই। কিন্তু কি সাংসদ বা বিধায়ক, কি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী, সকলেই হয়ত দেখিয়া না দেখার ভান করেন অথবা জানিয়াও বলেন, 'তাই বুঝি? কই আমাকে ত জানান হয়নি'

প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যাইতেছে যে, বন নাই অথচ ফরেষ্ট গার্ড ও ওয়াচম্যান—ইঁহারা সরকারী কোয়ার্টারে আছেন এবং নিয়মিত বেতনপত্র পাইতেছেন। তাঁহাদের না পাইবার কোন কারণ ত নাই; তাঁহারা সরকারী কর্মী। উর্ধ্বতন মহল তাঁহাদের বেতনাদি না-মঞ্জুর করিবেন কী প্রকারে? এমন ত কতই হইয়া থাকে। স্কুল ঘর নাই, ছাত্র নাই কিন্তু শিক্ষক বা শিক্ষিকা দিনের পর দিন বেতন পাইতেছেন। ভোটের সময় ভৌতিক ভোটার আসিয়া ভোট প্রদান করে এবং প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে; আর তাহার জন্য জনগণকে অভিনন্দন (অনাহার্দিক) জ্ঞাপন করা হয়। ইত্যাকার ব্যাপার চলিতেছে চলিবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কফিনে শেষ পেরেক

এই শহরের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রাথমিকে ভর্তি করবার কথা মাথায় এলেই অভিভাবকগণ তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্থানীয় গার্লস স্কুলের সকালের প্রাইমারী স্কুলে অথবা কিশলয়ে ভর্তি করবেন বলে ভাবতে শুরু করেন এবং দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেন। নিশ্চয়ই এ দু'টি স্কুলে পঠন পাঠন ভালই হয়—এ বড় আনন্দের কথা! কিন্তু এই শহরের কোন এক সময়ের নাম করা প্রাইমারী স্কুল আজ ডাষ্টবিনে নিক্ষেপিত ময়লার মত, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। স্কুলটি এখন কোমায় আচ্ছন্ন মৃত্যুপথযাত্রীর মত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। অথচ অনেকেই জানেন এই স্কুলের এক সময় রমরমা অবস্থা ছিল, আভিজাত্যের কৌলীন্যে সবাইকে টেক্কা দিত। চারিদিকে প্রাচীর, ভেতরে পাতাবাহার ফুলের গাছ, তিনদিকে বারান্দা-যুক্ত সুন্দর ঘর, শিক্ষকমহাশয়রা যত্ন করে বাচ্চাদের শিক্ষা দিতেন। এখন সেই স্কুলের চারিদিকের প্রাচীরের একটি ইঁটও অবশিষ্ট নাই, নাই কোন পাতাবাহার ফুলের গাছ, তিনদিকের বারান্দাই ভেঙ্গে খোয়া উঠে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, দরজা জানালার ভগ্নদশা, এমন কি মূল স্কুল গৃহটিরই অস্তিত্ব বিপন্ন। শিক্ষক শিক্ষিকা মিলে অন্ততঃ চারজন ছিলেন। এখন অবসর নিতে নিতে একজন শিক্ষিকাতে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিকে চার চারটি ক্লাস একজন শিক্ষিকার পক্ষে সামলান অবশ্যই কঠিন তার উপরে তাঁরও তো ছুটিছাটার প্রয়োজন হতেই পাড়ে—তিনিও তো মানুষ। অতএব তাঁর অনুপস্থিতি মানে স্কুল একবারেই বন্ধ। আর এই অবস্থার ফলে পাড়ার ছেলেমেয়েদেরও এখন অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে, ছাত্রসংখ্যা দিনকে দিন তলানিতে এসে দাঁড়াবে। সম্প্রতি নাকি সরকারী আদেশে আশীজনে একজন শিক্ষক থাকবে! কি আনন্দের কথা! একজন শিক্ষকই, তখন যথেষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। চাই কি তখন 'এই স্কুলটি না রাখলেও চলবে' এ রকম একটা আদেশ দিয়ে মৃত্যু-পথযাত্রীর মুখে গঙ্গাজল দেওয়া যেতে পারে। এই স্কুলে ছোটবেলায় পড়েছেন এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা অনেকে নামী দামী হয়েছেন, তাঁরা একটু ভাবুন, এই ভাবে একটা স্কুলকে শেষ করে দেওয়া ঠিক হচ্ছে কি না! রাখ ঢাক না করে বলেই দেওয়া যাক—এই স্কুলটির নাম 'নীলরতন কলোনী জি, এস, এফ, পি, স্কুল।' (কলোনী স্কুল)। ভাবতে পারবেন এই স্কুলের সেদিনের কথা, যখন অভিভাবকগণ তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে ছুটে আসতেন এখানে।

আনন্দগোপাল বিশ্বাস, রঘুনাথগঞ্জ

ধুলিয়ান উপনির্বাচনে সি পি আই (এম) জয়ী

ধুলিয়ান: গত ২৯ নভেম্বর ধুলিয়ান পুর-সভার ২নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে সি পি আই (এম) প্রার্থী মনিরুল রহমানের সঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থী মনসুর রহমানের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনিরুল ৪৫ ভোটে জয়ী হন। মনিরুল পান ৬৩১ ভোট, মনসুর পান ৫৮৬। গত বন্যায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে সি পি এমের কমিশনার আতাউর রহমানের (গামা) মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়। বিজয়ী মনিরুল মৃত আতাউরের ভাই। বর্তমান বোর্ডে বামফ্রন্টর কমিশনার সংখ্যা দাঁড়াল ৯ এবং কংগ্রেস—বিজেপি জোটের সংখ্যা ১০। এই পরিস্থিতিতে পুরবোর্ডের অবস্থাও দোদুল্যমান অবস্থায় থাকল।

পৌর ছাত্র যুব উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ: পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং জঙ্গীপুর পৌর ছাত্র-যুব উৎসব কমিটির পরিচালনায় ১৯৯৮ এর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ২২ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সেবাশিবির, ম্যাকেঞ্জী ময়দান এবং যুবক সংঘ ক্লাব মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের সম্পাদক—আহ্বায়ক হলেন ১নং ব্লক যুব আধিকারিক অসীম মুখার্জী। পারিতোষিক বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষক ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দর্শক এবং প্রতিযোগিগণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আজ দারুণ অর্থ সংকটের মুখে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানতে পারেন। এবং ঐ সব এলাকার ব্যবসায়ীরা মাল ফেরৎ পাঠানোর কথা জানান। আবার অনেকে মাল ফেরৎও পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য, কেরালার 'ওনাম' উৎসবে ব্যাপকভাবে ছাপা সিল্ক শাড়ী ছাড়াও দামী কোরিয়াল, জামদানী, বালুচরী, গরদ শাড়ী প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হয়। ঐ সব শাড়ীর দাম ২০০০ টাকা থেকে শুরু। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকার উপরে রিবেটের কোন সুযোগ না থাকায় এবার ৩০%-এর বেশী শাড়ী কোন রাজ্যেই বিক্রী হয়নি বলে পিয়ারাপুরের এক সমিতি পরিচালক আমাদের জানান। এর ফলে মহকুমার রেশম সংস্থাগুলো আর্থিক দিক দিয়ে মার খেল যা স্মরণাতীতকালে হয়নি। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়— সাম্প্রতিক বন্যায় মালদা এলাকার রেশম গুটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রবলভাবে সুতোর অভাব দেখা দিয়েছে। অনেকে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবসায়ী বীরভূম থেকে চড়া দামে সুতো কিনে নিজেদের সমিতিগুলো কিছুটা চালু রেখেছেন।

আমাদের প্রতিনিধি অনুপ ঘোষালের সংযোজন—জঙ্গিপুর মহকুমা রেশম শিল্পের পীঠস্থান। এপারে মির্জাপুর আর ওপারে পিয়ারাপুর গ্রাম দুটি যথাক্রমে 'গরদ' এবং 'কোরা' উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিরোনামে। গ্রাম দুটিতে শতশত পরিবারের একমাত্র উপজীব্য এই কুটির শিল্প। বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও এখানকার শিল্পীরা এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বনেদী শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সম্প্রতি নানা কারণে শিল্পটিতে নাভিশ্বাস উঠেছে। শিল্পের প্রধান কাঁচামাল রেশম সুতো মূলতঃ উৎপাদন হয় মালদায়। বিশেষত 'তানা' (অর্থাৎ তাঁতের লম্বালম্বি দীর্ঘ তন্তু) মালদা ছাড়া সংগ্রহ করতে ছুটতে হয় সুদূর বাঙ্গালোর। এবার বেনজির বন্যায় মালদার গুটি শেষ হয়ে গেছে। 'ভরনা'-র (তাঁতের আড়াআড়ি সুতো) স্থানীয় (হাতিবাঁধা, কলাবাগ) উৎপাদনও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বাঙ্গালোরের সরবরাহ (বোধহয় অত্যধিক চাহিদার কারণে) অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ফলে দুই গ্রামের প্রায় তেরশো পরিবার আজ চরম বিপদের সামনে। বহু তাঁত একেবারে বন্ধ, সুতোর যোগান নেই। মির্জাপুরের তাঁতশিল্পী পঙ্কু কৈলঠা জানালেন— তিন মাস 'পোঠ্যা' বন্ধ। মহাজন বা সমবায় কোথাও কাজ পাচ্ছেন না। জিজ্ঞেস করলাম, 'সংসার চলছে কী করে?' শিল্পীর জবাব, 'ছ টাকা দরে পেপার কিনে দশ টাকা হিসাবে বিক্রি করছি। পরিবারের সকলে হাত লাগিয়ে পাঁচ কেজির বেশী পেরে উঠি না। অর্থাৎ কুড়ি টাকা। অর্ধাহারে কাটছে দিনের পর দিন।' গোদের ওপর বিষফোঁড়া সরকারের উদাসীনতা ও ভ্রান্ত নীতি। কাঁচামাল সরবরাহের কোন সরকারি উদ্যোগ নেউ—কী রাজ্য অথবা কেন্দ্রের। অনভিজ্ঞ দিল্লীর বিজেপি সরকার রিবেটের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে এই কুটির শিল্পে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা এবং মহিলাদের বেলা ১০০০ টাকার বেশী দামী কাপড় কিনলেই রিবেট থেকে বঞ্চিত হতে হবে। ২০০ টাকা প্রতি মিটারের বেশী কাপড় কিনলেও তাই। ঠাণ্ডা ঘরের নীতি নির্ধারকরা জানেন না আজকাল ৫০০ টাকায় পিওর সিল্কের শাড়ি হয় না। যে সময়টার দিকে সারা বছর শিল্পীরা গভীর প্রত্যাশায় চেয়ে থাকেন, রিবেট না পাওয়ায় গত পুজোর মরসুমে বিক্রি মার খেয়েছে প্রচণ্ড। পাঠানো কাপড় দিল্লী, মুম্বই, কেরল থেকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। মির্জাপুরের প্রাচীন সমবায়, রেশম শিল্পী সমবায় সংঘ লিঃ-এর ম্যানেজার মহাদেব দাস জানালেন, সমিতিগুলি থেকে খাদি গ্রামীণ শিল্প নিগম (KVIC)-কে গণটেলিগ্রাম পাঠানোর পর পুজোর মরসুম শেষ করে অক্টোবরের ১৬ তারিখে ঐ কালা আদেশ প্রত্যাহৃত হল। অর্থাৎ বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা। কিন্তু ততদিনে উৎসবের বিক্রি শেষ, শিল্পীদের মাথায় হাত। সিটু অনুমোদিত তাঁত শ্রমিক য়ুনিয়নের জেলা সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গোচির সঙ্গে কথা বললাম। তাঁরা এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য আন্দোলনের কথা ভাবছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেরী হয়ে গেছে খুব। অনটনে জেরবার শিল্পীরা লড়াই-এর মানসিকতাই হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হল। কেন্দ্রে নাকি খাদির জন্য আলাদা মন্ত্রী করা হবে। সেই মন্ত্রক কি সত্যিই কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নেবেন রেশম শিল্পকে বাঁচাবার জন্য? নাকি সবটাই হবে আর একটা রাজনৈতিক চমক মাত্র!

লোডশেডিংএর বহর চরমে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পালন করেন না বোঝা যাচ্ছে। বিচিত্র এদেশ, বিচিত্র-এ সরকার। কাজ না করলেও কিছু যায় আসে না। বেতন তাঁরা ঠিকই পান। বরং কৃতিত্বের জন্য পুজো বোনাস পান বছর বছর। বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কাছে রঘুনাথগঞ্জের মানুষের দাবী আলো না দেন দেবেন না। দিনে আলো জেলে আমাদের পকেট কাটবেন না।

দুই পুলিশ কর্মী সাসপেণ্ড (১ম পৃষ্ঠার পর)

সামলাতে ঐ রাতেই জঙ্গিপুরের এসডিও, এসডিপিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ দুই কর্মীর সাসপেনশনের ব্যাপারে এসপির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং ঐ রাতেই এসপির নির্দেশে অভিযুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করে তাঁদের সাসপেণ্ড করা হলে থানা ঘেরাও মুক্ত হয়। খবরে প্রকাশ গত ১৯ নভেম্বর দুপুরে বিডিও অফিসের জনৈক কর্মী মোর্তুজা আলি ইমামনগর গ্রামের এক পারিবারিক গণ্ডগোলের ব্যাপারে থানায় খোঁজ-খবর নিতে গেলে ডিউটিরত এ এস আই বীরেন চক্রবর্তী তাঁকে থানা অফিসে বসিয়ে রাখেন। সে সময় ওসি ছিলেন না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ছাড়া না পেয়ে মোর্তুজা বিডিও অফিসে খবর দেন। আটকের খবর পেয়ে ব্লক কো-অর্ডিনেশন নেতা প্রভাস সেন শর্মা কয়েকজনকে নিয়ে থানায় আসেন এবং মোর্তুজাকে আটক করে রাখা নিয়ে এ এস আই বীরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রভাসবাবুর বাকবিতণ্ডা চলে। হঠাৎ এ এস আই বীরেন চক্রবর্তী ও কনষ্টেবল শশধর দে প্রভাসবাবুকে বেধড়ক মারধোর শুরু করেন। বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা হয়। শেষে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে থাকা লকআপে ঢুকিয়ে দেন। শেষ খবরে জানা যায় কো-অর্ডিনেশন কর্মীরা ঐ দুই কর্মীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেণ্ডার

Superintendent, *জঙ্গীপুর সাব-জেল ১-১-৯৯ হইতে ৩০-৬-৯৯ সময়ের জন্য জঙ্গীপুর সাব-জেলে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।*

টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৯-১২-৯৮ বেলা ১১ টার সময় এবং খোলার সময় বিকাল ২ ঘটিকায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জঙ্গীপুর সাব-জেল অফিসে যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

Superintendent
Sub-Jail
Jangipur, Murshidabad

Memo No. 1029/Inf./Msd. Date 1. 12. 98.

জঙ্গিপুর ষ্টেশনে দাদাঠাকুর উদ্যান (১ম পৃষ্ঠার পর)

ট্রেন, মিঞাপুর রেল লাইনের উপরে ব্রিজ নির্মাণ, মালদা টাউন ও কাটিহার এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন কোটা বাড়ানো ইত্যাদি। আর, এস, পি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বলে খবর।

তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (১ম পৃষ্ঠার পর)

রায় গত ২৫ নভেম্বর দেন জঙ্গিপুর আদালতের অতিরিক্ত জেলা সেশন ও দায়রা জজ সুনীতিকুমার চৌধুরী। রায়ে চার অভিযুক্তের মধ্যে মদন মুর্মু মামলা চলাকালীন মারা যাওয়ায় বাকী তিন ভাইয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়। বিবরণে প্রকাশ টিকাই মুর্মুর ছেলে জয়দেব রোগে মারা গেলেও মিনতিকে এর জন্য দায়ী করা হয়। মামলায় আসামী পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সনাতন ব্যানার্জী ও রবীন্দ্রনাথ দাস, সরকার পক্ষে মৃণাল ব্যানার্জী।

NOTICE

For Non-STD subscribers, '90' facility for having access to all over Murshidabad District is now readily available with Raghunathganj, Jangipur, Saidapur, Sekendra, Gankar, Sagardighi, Bokhara and Ahiron exchanges. Willing subscribers may collect option form from office of the U/S for this purpose.

Sub-Divisional Engineer, Telecom
Raghunathganj, Murshidabad

জঙ্গীপুর অতিরিক্ত মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ২৯/৯৪ স্বত্ব

বাদী — তাবু মুর্ম্মু দিং

বিবাদী — সুফল হাঁসদা দিং

বিজ্ঞপ্তি

থানা সাগরদীঘির অধীন কাঁচিয়া বিষ্ণুডাঙ্গা মৌজার ৯১১নং খতিয়ান-ভুক্ত ৩৫৬৯নং দাগের ৫৩ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় সাগরদীঘি থানার অধীন বেলডাঙ্গা গ্রামের চরণ পাউরিয়ার ওয়ারীশগণ ১। তাবি মুর্ম্মু ২। চারু পাউরিয়া ৩। বাজেল পাউরিয়া ৪। সজনী পাউরিয়া বাদী স্বরূপে ঐ গ্রামের রতই হাঁসদার পুত্র সুফল হাঁসদাকে ১নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করতঃ কাঁচিয়া বিষ্ণুডাঙ্গা মৌজার বেলডাঙ্গা গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায় পক্ষে মাতাব্বর সামুয়েল পাউরিয়া পিতা মৃত মোড়ল পাউরিয়া ও ছুতোর সরেন পিতা হোপা সরেনকে ২/৩নং বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করতঃ জঙ্গীপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতে ১৯৮৯ সালের ৯৮নং স্বত্ব মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহা পরবর্তীতে ট্রান্সফার হইয়া জঙ্গীপুর অতিরিক্ত মুন্সেফী আদালতে ২৯/৯৪ স্বত্ব মোকর্দমা স্বরূপে জমা হইয়াছে তাহাতে উক্ত গ্রামের যে কেহ আগামী ইংরেজী ১০-১২-৯৮ তারিখে অত্রাদালতে হাজির হইয়া বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেনা।

By Order of the Court
মিলনচন্দ্র দে
Sheristadar, Munsif Addl. Court, Jangipur

ডাঃ কে, এন, সরকার
(হোমিওপ্যাথ) পুরাতন রোগ বিশেষজ্ঞ
রঘুনাথগঞ্জ রেজিষ্ট্রী অফিস ও ষ্টেট ব্যাঙ্কে সন্নিকটে
বহরমপুর থেকে প্রতি মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জে আসছেন।
রোগী দেখিবার সময় – সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।